চোখ

মার্চ – ২০১৬

প্রান্তে প্রান্তে
৩৫তম বার্ষিক
অনুষ্ঠান

কোরাস নাট্য গোষ্ঠী কাঁদি

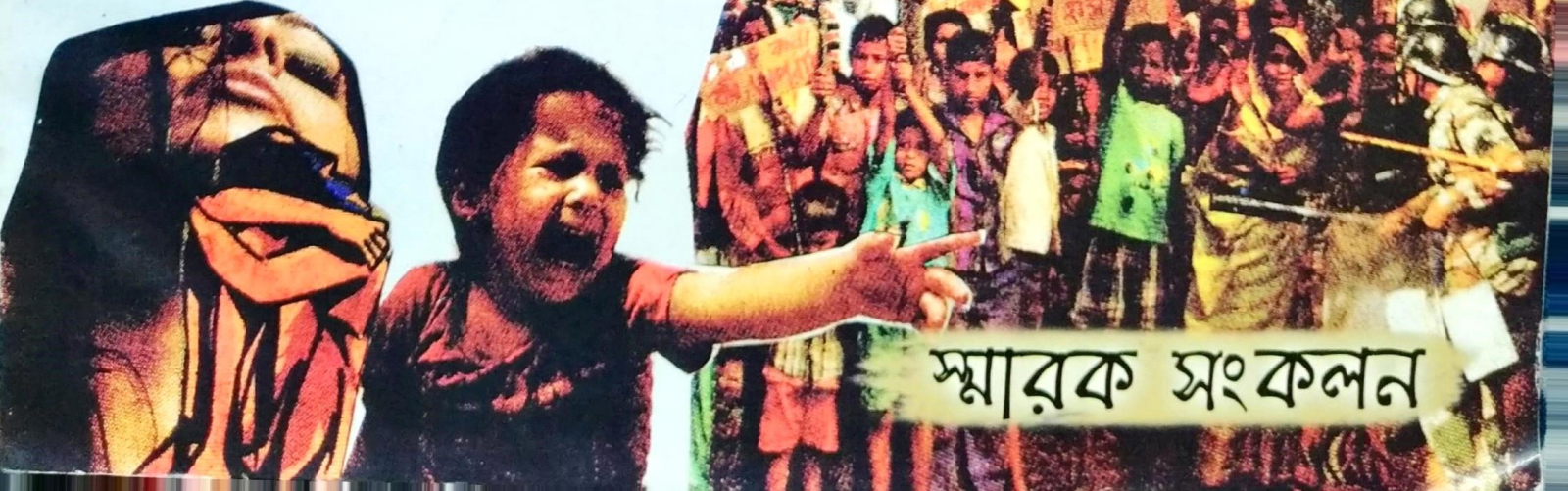

স্মারক সংকলন

প্রচার চলুক সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে

পুণ্যব্রত গুণ

ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৭৮-এর শেষে। তার ক'মাস আগে ১৯৭৮-এর ৬-১২ সেপ্টেম্বর কাজাখ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক-এর রাজধানী আলমা আটায়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। '২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী ছিল আমাদের দেশও। স্বপ্ন দেখতাম — আর ক'টা বছর, তারপর দেশের সরকার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে।

ছাত্র সংগঠন করার সময় থেকে শিক্ষক হিসেবে মানি ডা. নর্মাম বেথুনকে। গত শতকের তিরিশের দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখে এসে তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের ডাক দিয়েছিলেন।

১। দেশের ডাক ও তার, সৈন্য ও নৌবাহিনীর, বিচার ও শিক্ষা বিভাগের মতো জনস্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বও সরকারের।

২। সরকারকেই এর জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে।

৩। সকলের জন্য সমান চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে। কে কত রোজগার করে তা না দেখে প্রত্যেকের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দান ও দাক্ষিণ্যের পাট তুলে দিয়ে ন্যায়-বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দয়া-দাক্ষিণ্য দাতাকে ছোট করে আর গ্রহীতার চরিত্রকে করে কলঙ্কিত।

৪। স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে যারা নিযুক্ত তাদের জন্য সরকারী তহবিল থেকে বেতন পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটা স্বায়ত্বশাসিত গণতান্ত্রিক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ভবিষ্যতে চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ হবে, সেই ব্যবস্থার অংশ হবো এমনটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন।

স্বপ্নপূরণ হয়নি। বরং রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার যেটুকু দায়িত্ব নিত, তা থেকে সরতে থেকেছে। বিশেষ করে ৯০-এর দশকের গোড়া থেকে, যখন থেকে বিশ্ব ব্যাংক আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার থেকে ঋণ নেওয়া শুরু, যে ঋণের শর্তই হলো সরকারকে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে হবে, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের খেলার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

২০০০ সাল গেল, দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য এল না। সরকার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিক — এই দাবীটা যে আমরা মানুষের কাছে ভালোভাবে নিয়ে যেতে পারছিলাম এমনটাও নয়।

সুযোগ এল অভাবিত রূপে। ২০১০-এর অক্টোবরে যোজনা কমিশন সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এক উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে। দলের প্রধান ছিলেন পাব্লিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া-র ডাঃ শ্রীনাথ রেড্ডি। বিশেষজ্ঞদল তার রিপোর্ট পেশ করে ২০১১-এর শেষে।

রিপোর্টে প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি ছিল এই রকম :

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৭-র মধ্যে অন্তত জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ এবং ২০২২-এর মধ্যে অন্তত ৩ শতাংশ করা হোক।

সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ নিশ্চিত করা হোক। হিসেব করে দেখানো হয় জিডিপি-র মাত্র ০.৫ শতাংশ খরচ করলেই এমনটা করা যায়।

প্রত্যেক নাগরিককে National Health Entitlement Card দেওয়া হোক যা দেখিয়ে তিনি দেশের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো স্তরের অত্যাবশ্যক চিকিৎসা-পরিষেবা বিনামূল্যে পেতে পারেন।

ন্যাশনাল হেলথ প্যাকেজ নির্ধারণ করে তুলে প্রত্যেক নাগরিককে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও অন্তিম স্তরের কোন কোন অত্যাবশ্যক চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়া হবে তা ঠিক করা হোক।

যত দিন না সরকারি পরিকাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত হচ্ছে, Universal Health Coverage (UHC)-এর জন্য জরুরি চিকিৎসা-পরিষেবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে, হয় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর নিজে কিনবে অথবা এই কাজের জন্য স্থাপিত আধা-সরকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থার মাধ্যমে কিনবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটির সুপারিশ এবং দ্বাদশ যোজনা নিয়ে আলোচনা করেন কিছু চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী ও স্বাস্থ্য সংগঠন — পিপল ফর হেলথ কেয়ার গঠন করা হয়। তারপর থেকে প্রায় বছর নিচের বিষয়গুলি নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। পিপল ফর হেলথ কেয়ার-এর ব্যানারে প্রচারের কাজ চালানো হলেও মূল প্রয়াস ছিল শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের। সহযোগী অধিকাংশ স্থানে কোনো না কোনো বিজ্ঞান ক্লাব, কোথাও যুব সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন বা সাংস্কৃতিক সংগঠন।

প্রচারের বিষয় ছিল —

১। সবার জন্য স্বাস্থ্য — মরীচিকা নয়
২। সবার জন্য অত্যাবশ্যক ওষুধ চাই
৩। সরকারী কি কি পরিষেবা আমাদের পাওয়ার কথা
৪। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা
৫। যে যে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ বিনামূল্যে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়ার কথা

প্রচারের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশনাগুলি ছিল এই রকম —

ফোল্ডার—

১। সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ চাই
২। সবার জন্য স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার
৩। সবকে লিয়ে স্বাস্থ্য হম সবকা অধিকার

পুস্তিকা—

১। সবার জন্য স্বাস্থ্য মরীচিকা নয়
২। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হাসপাতালে কোন কোন ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়ার কথা
৩। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা আপনার কী পাওয়ার কথা? আপনি কী পাচ্ছেন?
৪। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালে কোন্ কোন্ পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়ার কথা?

সম্ভাব্য পত্র-পত্রিকায় প্রাসঙ্গিক লেখা-লিখি চালানো হয় — Frontier, স্বাস্থ্যের বৃত্তে, শ্রমিক শক্তি, গণলাইন, মত-মতান্তর, চরযাপদ, দুরবার ভাবনা, লোকগাথা, নবদিগন্ত, শান্তিপুর মরমার স্মরণিকা, গুরুচন্ডালী ওয়েব ম্যাগাজিন, প্রাত্যহিক খবর, সংবাদ / উত্তরবঙ্গ সংবাদ এবং আনন্দবাজার।

২রা মার্চ, ২০১৪ WBVHA Tower-এ আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রচারে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলিকে নিয়ে। সেই সভায় পিপল ফর হেলথ কেয়ার-কে এক বাস্তব নেটওয়ার্কের রূপ দেওয়ার প্রস্তাব খারিজ হলে বাস্তবে পিপল ফর হেলথ কেয়ার-এর বিলোপ ঘটে।

স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে লাগাতার প্রচার কিন্তু বন্ধ হয়নি। প্রচার তীব্রতর হয় ২১শে মার্চ - ৭ই এপ্রিল, ২০১৫। ২১শে মার্চ, ২০১৫ শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ-পরিচালিত শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস আর ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। সরকার নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নিক এই স্লোগান উঠতে থাকে বার বার।

এরপর ১৬ই আগস্ট, ২০১৫ সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রচার কমিটি গঠন করা হয় ৩৩টা সংগঠন মিলে।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ শংকর গুহ নিয়োগীর ২৪তম শহীদ দিবস থেকে প্রচার তীব্র করা হয়। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি—কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, পথসভা, পোস্টারিং, লিফলেটিং, পদযাত্রা ইত্যাদি হয়। এই সময়ে প্রায় ৪৭ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়, ১০ হাজার পোস্টার লাগানো হয়।